দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 1 1 2002

তারিখ ... ...
পৃঃ ৮ কলাম ৭

নকল নিঃশব্দ আতত‍ায়ীর মত ক্ষতিগ্রস্ত করছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে — শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (রবিবার) শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা মৌলিক পরিবর্তন আনবো। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এখন মৃত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু নকল নিঃশব্দ আততায়ীর মতো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। তিনি বলেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে যা খুশি তা পড়ানো যাবে না। সরকারের কাছ থেকে তাদের সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই তাদেরকে স্কুল পরিচালনার জন্য রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত কেন্দ্রীয় শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ আয়োজিত এই সম্মেলনে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সরকারের সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির পরিচালক প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ আবদুর রব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ লোকমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মুহাম্মদ আলী আকবর।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির বিরোধিতা করে বলেন, এমন রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে চলা উচিত নয়, যা শিক্ষাঙ্গনকে অস্থির করে তোলে। তিনি সরকারের মধ্যে বিরোধীদলীয় নেত্রীর মৌলবাদ অনুসন্ধানের জবাবে বলেন, এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ কিন্তু মৌলবাদী নয়, জাতি হিসেবে আমরা পরমতসহিষ্ণু। তিনি বলেন, আজ যারা সরকার মৌলবাদী হয়ে গেছে বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে, অতীতে তারাই এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চালু করেছিল। তিনি বলেন, নারী শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে।

জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড। জাতির অভিভাবক হিসেবে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষকরা হবেন ছাত্রদের কাছে আদর্শের মডেল। কিন্তু আজ আদর্শ ও নৈতিকতার অভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে শিক্ষকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আদর্শ শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়া ও একটি পৃথক মাদ্রাসা টেক্সট বুক বোর্ড গঠনের দাবী উত্থাপন করা হয়। সভায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে শুধু এনজিও-নির্ভর না হয়ে মসজিদভিত্তিক মক্তব চালুরও প্রস্তাব করা হয়। সম্মেলনে শিক্ষক সমাজের স্বার্থবিরোধী ৯ দফা কালো চুক্তি বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।